ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীভূক্ত ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ/ইনস্টিটিউটসমূহে ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এ

ভর্তি নির্দেশিকা

প্রযুক্তি ইউনিট

ভর্তি পরীক্ষা: ১২ ডিসেম্বর ২০১৫, শনিবার, সকাল: ১০.০০ টা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীভূক্ত ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ/ইনস্টিটিউট সমূহে ৪ বছর মেয়াদী কোর্সে ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তির জন্য প্রার্থীদের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে।

অঙ্গীভূত কলেজসমূহ

কলেজের নাম	ঠিকানা	কলেজের ধরণ	ফি
ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	খাগডাহর (রহমতপুর) ময়মনসিংহ ফোন: ০৯১-৫২১১১	সরকারি	শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত ফি
ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	ফরিদপুর ফোন ০৬৩১-৬৬৩০৪, ৬৬৩০৫	সরকারি	শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত ফি
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড রিসার্চ (নিটার)	নয়ারহাট, সাভার, ঢাকা ফোন: ৭৭৯১৯৭২, ৭৯১৯৭৫ ০১৭৫৫০৬০২৭৫, ০১৮২০০০৮৮৭৬	পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি)	৪ বছরে কোর্স ফি ৪,২৩,৫০০/- (রেজিস্ট্রেশন ও পরীক্ষার ফি ব্যতিত)
শ্যামলী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	১৪/২৬ শাহজাহান রোড (টাউন হল), মোহাম্মদপুর, ঢাকা, ফোন: ১৩৩৪৫৩, ০১৭১৯৭৩১৪০৭ ০১৭৯৩৫৩৭০০০	বেসরকারি	৪ বছরে কোর্স ফি ৩,৭৭,৫০০/- (রেজিস্ট্রেশন ও পরীক্ষার ফি ব্যতিত)

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ/ইনস্টিটিউটসমূহ

ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ:

ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি, ময়মনসিংহ (সদর) শহর থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে খাগডাহর (রহমতপুর) এ অবস্থিত। অত্র কলেজটি ১১ এপ্রিল ২০০৭ সাল হতে প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু করে। দেশে প্রকৌশল শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর এর প্রকল্পের মাধ্যমে কলেজের যাত্রা শুরু করা হয়। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের অধীনে একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। উক্ত কলেজটিতে ২টি বিভাগ চালু রয়েছে: (১) ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ই.ই.ই) বিভাগ এবং (২) সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (সিই) বিভাগ। প্রতি একাডেমিক সেশনে প্রতি ব্যাচে ১২০ জন ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা হয়। ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ৫০% ছাত্র/ছাত্রীদেরকে প্রতি সেমিস্টারে ১০৮০ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়। এছাড়া, ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী সবাই ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের আওতাধীন **WiFi** ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক এবং লাইব্রেরী (বিকাল ২ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত) ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। ইতোমধ্যে ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হতে ই.ই.ই বিভাগের ২টি ব্যাচ বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে কলেজটির মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩২২ জন (ই.ই.ই. বিভাগে ২৬২ জন এবং সি.ই বিভাগে ৬০ জন)।

কলেজ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ Website: www.mec.ac.bd

ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ:

ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি ২০১০ সালে ৫ একর জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। অত্র কলেজটি কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত এবং ২০১৩ সাল হতে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়। কলেজের একাডেমিক কার্যক্রম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের অধীনে পরিচালিত হয়। অত্র কলেজে ৫ তলা ৩টি একাডেমিক ভবন আছে। উক্ত কলেজে ৫ তলা ২টি ছাত্র হোস্টেল এবং মেয়েদের জন্য ৫ তলা ১টি ভবন আছে। এখানে ছাত্র/ছাত্রীদের থাকার সু-ব্যবস্থা রয়েছে। কলেজটিতে ১টি লাইব্রেরী ও ১টি অডিটরিয়াম আছে। এছাড়া, ১টি প্রশাসনিক ভবন এবং ব্যাংক ও ক্যান্টিনের জন্য দ্বিতলা ভবন রয়েছে। অত্র কলেজে ৩টি বিভাগের ল্যাব পরিচালনার সকল যন্ত্রপাতি ও মালামাল সংগৃহিত রয়েছে। প্রতি একাডেমিক সেশনে প্রতি ব্যাচে ১২০ জন ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা হয়। বর্তমানে ২২০ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। এ প্রতিষ্ঠানটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি উন্নত চিন্তাধারার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কলেজ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ Website: www.fec.ac.bd

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড রিসার্চ (নিটার):

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড রিসার্চ (নিটার) (জাতীয় বস্ত্র প্রকৌশল ও গবেষণা ইনস্টিটিউটটি) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০০৯ সাল হতে দেশের প্রায় ১৪০০ (এক হাজার চারশত) বস্ত্র শিল্পের সংগঠন 'বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ এসোসিয়েশন (বিটিএমএ) এর ব্যবস্থাপনায় পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) এর আলোকে পরিচালিত হয়ে আসছে। রাজধানী ঢাকার সাভার এর নয়ারহাট এলাকায় প্রায় ১৪ একর নিজস্ব জায়গায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক সংলগ্ন স্থানে নয়নাভিরাম সবুজ ক্যাম্পাসে গড়ে উঠেছে এই ইনস্টিটিউট।

বাংলাদেশে বস্ত্র শিল্পে দক্ষ প্রকৌশলীর অভাব পূরণকল্পে বিভিন্ন খন্ডকালীন প্রশিক্ষণ কোর্সের পাশাপাশি ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষ হতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের অধীনে ০৪ বছর মেয়াদী বি.এসসি. ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স পরিচালনা শুরু করে। উক্ত কোর্সে বর্তমানে ০৫টি স্পেশালাইজেশন যথাক্রমে ইয়ার্ণ ম্যানুফেকচারিং, ফেব্রিক ম্যানুফেকচারিং, অ্যাপারেল ম্যানুফেকচারিং, ওয়েট প্রসেসিং এবং ইন্ডাষ্ট্রিয়াল প্রডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং (আইপিই) বিষয় চালু রয়েছে। বি.এসসি. ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষে ৮০ জন, ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে ১২০ জন, ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে ১৮০ জন করে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষে উক্ত ইনস্টিটিউটে ৩টি সেশনে ২১০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করার সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১ম ব্যাচে (২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষে) ভর্তিকৃত ৫৫ জন ছাত্র-ছাত্রী চুড়ান্ত বর্ষ সমাপনী পরীক্ষা শেষ করে ফলাফলের অপেক্ষায় রয়েছে; তথাপি সকল ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিটিএমএ তাদের সদস্যভুক্ত বিভিন্ন শিল্প কারখানায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চাকুরী প্রদান করছে।

পূর্বে বিটিএমসির অধীনে থাকার সুবাদে নিটার এ অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি/ইকুইপমেন্টসমৃদ্ধ ইয়ার্ণ, ফেব্রিক, ওয়েট প্রসেসিং, অ্যাপারেল, মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী, বেসিক সায়েন্স বিষয়ক ল্যাবরেটরী গুলো টেক্সটাইল শাখায় দেশের সর্বোত্তম ও সর্বাধুনিক সার্বক্ষনিক ইন্টারনেট সুবিধাসহ কম্পিউটার ল্যাবরেটরী, দশ হাজারের অধিক বই সমৃদ্ধ লাইবেরী, সার্বক্ষনিক ফ্রি ওয়াই-ফাই সুবিধা সমৃদ্ধ ক্যাম্পাস, প্রায় পাঁচ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর পৃথক হোস্টেল, ক্যান্টিন, খেলার মাঠ, দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন স্থায়ী শিক্ষকমন্ডলী রয়েছে। এছাড়াও শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তার ক্ষেত্রে বোল্টন বিশ্ববিদ্যালয়, ইউকে; নেদারহাইন বিশ্ববিদ্যালয়, জার্মানী ও উহান টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়, চায়না এর সাথে সমঝোতা চুক্তি রয়েছে। টেক্সটাইল সেক্টরে গ্রহণের জন্য নিটার এ ২০১৫-১৬ শিক্ষা বর্ষ হতে এম.এসসি. ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, এমবিএ ইন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট ও এমবিএ ইন টেক্সটাইল ম্যানেজমেন্ট কোর্সসমূহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালনা করার পরিকল্পনা রয়েছে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ Website: www.niter.edu.bd

E-mail: ad.niter@gmail.com, info@niter.edu.bd

মোবাইল: ০১৭৫৫০৬০২৭৫, ০১৮২০০০৮৮৭৬। ফোন: ৭৭৯১৯৭২, ৭৭৯১৯৭৫।

শ্যামলী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ:

শ্যামলী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি একটি 'কর্মমূখী শিক্ষা কর্মসংস্থানের প্রধান সহায়ক' এই প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোকে মহান মুক্তিযুদ্ধের দ্বারা অর্জিত আমাদের প্রিয় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৌশল প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক ও কর্মমূখী শিক্ষার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃস্টি করাই আমাদের লক্ষ্য। বর্তমানে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের যে কয়েকটি দেশ শিল্পের মাধ্যমে দ্রুত অথনৈতিক উন্নতি লাভ করছে তার মধ্যে অন্যতম হলো টেক্সটাইল শিল্প। বর্তমানে টেক্সটাইল শিল্পের চাহিদার সাথে সংগতি রেখে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ প্রকৌশলী ও শিক্ষিত জনশক্তি যোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছেনা। তাই টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা এখন সময়ের দাবি। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গীভূক্ত শ্যামলী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। উক্ত কলেজে ১০তলা বিশিষ্ট একাডেমিক ক্যাম্পাস ও আধুনিক টেক্সটাইল ল্যাবসহ উন্নত ভৌত অবকাঠামো রয়েছে। কলেজটি দক্ষ, অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। ক্লাশরুম সমূহ মাল্টিমিডিয়া সমৃদ্ধ এবং ক্যাম্পাস ও শ্রেণীকক্ষে সিসি ক্যামেরা দ্বারা সার্বক্ষনিক পর্যবেক্ষন সুবিধা আছে। এখানে দেশের খ্যাতনামা সরকারি ও বেসরকারি টেক্সটাইল ইন্ডাষ্ট্রিতে মিল ভিজিট এবং বিশেষ প্রশিক্ষণের সুবিধা রয়েছে। কলেজটিতে আধুনিক ও সুপরিসর ডিজিটালাইজড ও এমআইএস সুবিধা সম্বলিত পর্যাপ্ত পরিমান বিষয় ভিত্তিক বই সমৃদ্ধ বৃহৎ লাইব্রেরী আছে। কলেজটিতে সার্বক্ষনিক দ্রুতগতির ইন্টারনেট সুবিধাসম্পন্ন সুসজ্জিত কম্পিউটার ল্যাব এবং মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা রয়েছে। সার্বক্ষণিক লিফট ও জেনারেটর এবং ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক হোস্টেল সুবিধা বিদ্যমান।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ১৪/২৬ শাহজাহান রোড, টাউন হল, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোন:০২-৯১৩৩৪৫৩, মোবাইল: ০১৭১৯-৭৩১৪০৭, ০১৭৯৩৫৩৭০০০

Website: www.stec-edu.org, E-mail: stec_ac@yahoo.com

ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ/ইনস্টিটিউটসমূহে বিভিন্ন বিভাগে প্রথম বর্ষ বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তির জন্য নির্ধারিত আসন সংখ্যা

কলেজের নাম	ভর্তি বিষয়	আসন সংখ্যা
ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং	৬০
	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং	৬০
ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং	৬০
	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং	৬০
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড রিসার্চ (নিটার)	**বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং স্পোলাইজেশনঃ** ইয়ার্ণ ম্যানুফেকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং, ফেব্রিক ম্যানুফেকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যাপারেল ম্যানুফেকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং, ওয়েট প্রসেসিং ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ইন্ডাষ্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং	২১০
শ্যামলী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	**বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং স্পোলাইজেশনঃ** ইয়ার্ণ ম্যানুফেকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং, ফেব্রিক ম্যানুফেকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং,অ্যাপারেল ম্যানুফেকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং, ওয়েট প্রসেসিং ইঞ্জিনিয়ারিং	৮০
	মোট	৫৩০

আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা

১. ২০১০ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক বা সমমান এবং ২০১৫ সালে বাংলাদেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ডের/উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক অথবা কারিগরি/এইচএসসি (ভোকেশনাল) /A-Level পাশ বা সমমানের বিদেশি ডিগ্রিধারী হতে হবে। প্রার্থীকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের গ্রেড ভিত্তিক পরীক্ষায় ৪র্থ বিষয়সহ প্রাপ্ত জিপিএ-দ্বয়ের যোগফল ন্যূনতম ৬.০০ হতে হবে। তবে, প্রার্থীর উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় পদার্থ, রসায়ন ও গণিত বিষয় থাকতে হবে এবং প্রতি বিষয়ে ন্যূনতম জিপিএ ২.০ থাকতে হবে।

২. যে সকল প্রার্থী ২০১০ অথবা তার পরে পাসকৃত IGCSE O-Level পরীক্ষায় অন্তত ৫টি বিষয়ে গড়ে C গ্রেড এবং ২০১৫ সনের GCE A-Level পরীক্ষায় পদার্থ, রসায়ন ও গণিত বিষয়ে C গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে (কোন বিষয়ে D গ্রেড গ্রহণযোগ্য হবে না) শুধু মাত্র ঐসকল শিক্ষার্থী (O-Level ও A-Level সর্বশেষ পরীক্ষার সনকে উক্ত পরীক্ষার পাশের বছর হিসেবে ধরা হবে) এবং অন্যান্য ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেটধারী শিক্ষার্থীগণকে ভর্তি পরীক্ষার জন্য অনলাইনে আবেদনের পূর্বেই ডিন, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের অফিসে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং সমতা নিরুপণের জন্য নির্ধারিত ফি নগদ ১০০০/- টাকাসহ জমা দিতে হবে। ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন কর্তৃক প্রদত্ত সমতা নিরুপণের সার্টিফিকেটে উল্লেখিত Equivalence ID ব্যবহার করে সাধারণভাবে ভর্তির আবেদন করতে হবে।

প্রাথমিক আবেদনপত্র

৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ) এবং টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ/ইনস্টিটিউট (ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড রিসার্চ, শ্যামলী টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ) এ ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ বিএসসি ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তির জন্য ০৯ নভেম্বর ২০১৫ হতে ২৫ নভেম্বর ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

৪. অনলাইনে ভর্তির প্রাথমিক আবেদনের জন্য আবেদনকারীর করণীয়:

(ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ওয়েবসাইটে (http://admission.eis.du.ac.bd) এ ভর্তির সাধারণ নির্দেশাবলী থাকবে। এই ওয়েবসাইটে আবেদনকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ইউনিট এর ভর্তি সংক্রান্ত নির্দেশিকা ও ওয়েবসাইট নির্দেশিকা ভালো করে পড়তে হবে।

(খ) **প্রযুক্তি ইউনিট** এ ভর্তির আবেদন করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ওয়েবসাইট এর **"আবেদন/লগইন"** বাটনে ক্লিক করতে হবে।

(গ) **"আবেদন/লগইন"** বাটনে ক্লিক করার পর **"আবেদন/লগইন"** এর তথ্যের পাতায় আবেদনকারীর উচ্চ মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষার রোল নম্বর, পাসের সন ও বোর্ডের নাম এবং মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষার রোল নম্বর প্রদান করে **"অগ্রসর হোন"** বাটনে ক্লিক করতে হবে এবং পরবর্তী পাতায় আবেদনকারীর উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষার তথ্যাবলি দেখা গেলে **"নিশ্চিত করছি"** বাটন এ ক্লিক করতে হবে।

(ঘ) আবেদনকারী ইতোমধ্যে কোনো ইউনিটে আবেদন না করে থাকলে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদনকারীর নির্দিষ্ট ফরম্যাটে ছবি, ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর ও কোটার তথ্য চাওয়া হবে।

(ঙ) ছবি এবং অন্যান্য তথ্যাবলি দেয়া হলে পরবর্তী পাতায় সেগুলো নিশ্চিত করতে বলা হবে। নিশ্চিত করার জন্য আবেদনকারীকে বেসরকারি মালিকাধীন যে কোন মোবাইল অপারেটরের নম্বর থেকে একটি এসএমএস ১৬৩২১ নম্বরে পাঠাতে হবে। এসএমএস-টির ফরম্যাট আবেদনকারী সেই পাতায় দেখতে পাবে। এসএমএস-টি পাঠানো হলে ফিরতি এসএমএস-এ আবেদনকারী ০৭

(সাত) অক্ষরের একটি কনফার্মেশন কোড পাবে। এই কনফার্মেশন কোর্ডটি আবেদনকারী পাতার নির্ধারিত স্থানে দেয়ার পর "নিশ্চিত করছি" বাটনে ক্লিক করতে হবে।

(চ) সঠিক কনফার্মেশন কোড দেয়া হলে আবেদনের মূলপাতা দেখা যাবে। এই পাতার মাধ্যমে আবেদনকারী আবেদন করে টাকা জমার রশিদ সংগ্রহ করতে পারবে। এ জন্য "আবেদন" বাটনে ক্লিক করতে হবে। "আবেদন" বাটনে ক্লিক করার পর বাটনটির স্থানে একটি সবুজ রঙের টিক চিহ্ন দেখা যাবে এবং টাকা জমার রশিদ (পেমেন্ট স্লিপ) এর ডাউনলোডের লিঙ্ক পাওয়া যাবে। এছাড়া পরবর্তীতে এই পাতা থেকে আবেদনকারী তার আবেদনকৃত ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ বা আসন বিন্যাস, ফলাফল ইত্যাদি জানতে পারবে।

(ছ) উপর্যুক্ত পাতা থেকে "টাকা জমার রশিদ (পেমেন্ট স্লিপ) ডাউনলোডের লিঙ্কে ক্লিক করে রশিদটি ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে নিতে হবে। পেমেন্ট স্লিপটির দুইটি অংশ থাকবে; উপরেরটি আবেদনকারীর অংশ এবং নিচেরটি ব্যাংকের অংশ।

(জ) টাকা জমার রশিদের তথ্যসমূহ ও আবেদনকারী ছবি সঠিক আছে কিনা যাচাই করে নিতে হবে। এরপর টাকা জমার রশিদের দুইটি অংশেই নির্ধারিত স্থানে আবেদনকারী স্বাক্ষর করে ২৬ নভেম্বর ২০১৫ তারিখের মধ্যে রশিদে উল্লেখিত পরিমাণ ৫০০/- টাকা (ভর্তি পরীক্ষার ফি-৪০০/-, অনলাইন সার্ভিস ফি ৭০/- ও ব্যাংক চার্জ ফি-৩০/- টাকা) দেশের ৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকের (জনতা, সোনালী, অগ্রণী ও রুপালী) যে কোন শাখায় গিয়ে ব্যাংক চলাকালীন সময়ে জমা দিতে হবে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ টাকা জমার প্রমাণস্বরুপ টাকা জমার রশিদের আবেদনকারীর অংশ কেটে আবেদনকারীকে ফেরত দিবে।

(ঝ) আবেদনকারীর ব্যাংক টাকা জমা দেওয়ার তথ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছালে ইউনিটের "পেমেন্ট" কলামে একটি সবুজ রঙের টিক চিহ্ন দেখা যাবে এবং আবেদনকারী ১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ হতে ১২ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ সকাল ৯.০০ টা পর্যন্ত তার ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবে।

(ঞ) প্রবেশপত্রে ভর্তি পরীক্ষার Roll Number ও Serial Number থাকবে। প্রবেশপত্রের নির্দেশাবলিতে উল্লেখিত কাগজপত্র নিয়ে আবেদনকারীকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হবে।

(ট) আবেদনকারী মাধ্যমিক/ উচ্চ মাধ্যমিকের যে কোন একটিতে বা উভয়টিতে IGCSE (GCE O-Level/A-Level অথবা সমমানের বিদেশি সার্টিফিকেটধারী হলে তাদের O-Level/A-Level অথবা বিদেশি ডিগ্রির সমতা নিরুপণ (Equivalence) করার পর সমতা নিরুপণ সনদপত্রে উল্লেখিত Equivalence ID মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক রোল নম্বরের স্থানে ব্যবহার করে যথা নিয়মে টাকা জমা দেওয়ার রশিদ সংগ্রহ করতে পারবে।

(ঠ) IGCSE (GCE O-Level/A-Level অথবা সমমানের বিদেশি সার্টিফিকেটধারী আবেদনকারীকে Equivalence করার জন্য ডিন, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের অফিসে তার গ্রেডশীট/মার্কসীটসমূহের ফটোকপিসহ আবেদন করতে হবে এবং সমতা নিরুপণ ফি প্রদান করতে হবে। সমতা নিরুপণের পর আবেদনকারীকে একটি সমতা নিরুপণ সনদপত্র প্রদান করা হবে এবং উক্ত সনদপত্রে Equivalence ID উল্লেখ থাকবে।

ভর্তি পরীক্ষা

৫. (ক) ভর্তিচ্ছু সকল প্রার্থীকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হবে।

(খ) ভর্তি পরীক্ষা ১২ ডিসেম্বর ২০১৫ শনিবার সকাল ১০.০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার সময় ১ ঘন্টা ২০ মিনিট।

(গ) ভর্তি পরীক্ষা এমসিকিউ (MCQ) পদ্ধতিতে হবে। মোট ১২০টি প্রশ্নের জন্য মোট নম্বর হবে ১২০।

৬. ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যসূচি অনুযায়ী বাংলা এবং ইংরেজী মাধ্যমে হবে; এবং প্রত্যেক প্রার্থীকে পদার্থ, রসায়ন, গণিত ও ইংরেজী বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। পদার্থ, রসায়ন ও গণিত প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩৫ নম্বর এবং ইংরেজী বিষয়ের জন্য ১৫ নম্বর।

৭. ভর্তি পরীক্ষার পাস নম্বর ৪৮। যারা ৪৮ এর কম নম্বর পাবে তাদেরকে ভর্তির জন্য বিবেচনা করা হবে না। উল্লেখ্য, ভুল উত্তরের জন্য কোন প্রকার নম্বর কাটা যাবে না।

৮. ভর্তি পরীক্ষা এমসিকিউ (MCQ) পদ্ধতির উত্তরপত্র বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সরবরাহ করা হবে। প্রার্থীকে প্রয়োজনীয় এমসিকিউ (MCQ) ঘর পূরণ করার উপযোগী কালো বলপেন আনতে হবে। প্রত্যেক প্রার্থীকে কেবল একটি এমসিকিউ (MCQ) উত্তরপত্র সরবরাহ করা হবে। অতএব, উত্তরপত্র পূরণ করার সময় প্রার্থীদের সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হচ্ছে এবং পূরণ করতে গিয়ে কোন ভুল-ভ্রান্তির দায়-দায়িত্ব প্রার্থীকেই বহন করতে হবে।

৯. উত্তরপত্রে Roll Number ও Serial Number লেখায় কোন ঘষামাজা থাকলে উত্তরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

১০. পরীক্ষায় ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে না। পরীক্ষার হলে প্রার্থীর নিকট মোবাইল ফোন, ব্লু-টুথ বা টেলিযোগাযোগ করার যায় এরুপ যে কোন প্রকার ডিভাইস সঙ্গে রাখা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। পরীক্ষার হলে কোন প্রার্থীর নিকট এরুপ যে কোন প্রকার ডিভাইস পাওয়া গেলে, সে ব্যবহার করুক বা না করুক তাকে বহিস্কার করা হবে।

১১. ভর্তি পরীক্ষার বিস্তারিত আসন বিন্যাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি ওয়েবসাইটে (http://admission.eis.du.ac.bd) দেখা যাবে। ভর্তি পরীক্ষার আগের দিন প্রার্থীকে Roll Number ও Serial Number অনুসারে পরীক্ষার নির্দিষ্ট স্থান ও সময় অবশ্যই নিজ দায়িত্বে জেনে নিতে হবে। নির্ধারিত আসনে পরীক্ষা না দিলে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হবে না।

মেধাস্কোর ও মেধাক্রম

১২. (ক) মোট ২০০ নম্বরের ভিত্তিতে প্রার্থীদের অর্জিত মেধাস্কোর ক্রমানুসারে মেধা তালিকা তৈরি করা হবে। এজন্য মাধ্যমিক/ O-Level বা সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত/হিসাবকৃত (৪র্থ বিষয়সহ) জিপিএ কে ০৬ গুণ, উচ্চ মাধ্যমিক/ A-Level বা সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত/হিসাবকৃত (৪র্থ বিষয়সহ) জিপিএ কে ১০ গুণ এবং ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরসহ সর্বমোট ২০০ নম্বরের মধ্যে মেধাস্কোর নির্ণয় করে তার ক্রমানুসারে মেধা তালিকা তৈরি করা হবে।

(খ) মেধাস্কোর সমান হলে নিম্নলিখিত ক্রমানুসারে মেধাক্রম তৈরি করা হবে।

(১) ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত স্কোর,

(২) HSC/ সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA without 4^{th} Subject,

(২) HSC/ সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA with 4^{th} Subject,

(৩) SSC/ সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA with 4^{th} Subject,

(গ) O-Level এবং A-Level পরীক্ষায় প্রাপ্ত লেটার গ্রেডের গ্রেড পয়েন্ট নিম্নরুপ ধরে জিপিএ হিসাব করা হবে,

A=5.0 B=4.0 C=3.5 D=3.0

(ঘ) যারা ভর্তি পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকবে অথবা ৪৮ এর কম নম্বর পাবে, তাদের মেধাস্কোর করা হবে না।

১৩. ফলাফল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে (http://admission.eis.du.ac.bd) পাওয়া যাবে এবং এসএমএস-এর মাধ্যমে জানা যাবে।

১৪. মেধা তালিকা প্রকাশের তারিখ থেকে পাঁচ কার্য দিবসের মধ্যে নগদ ১০০০/- টাকা নিরীক্ষা ফি অনুষদ অফিসে জমা দিয়ে ডিন, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদ বরাবর আবেদন করে প্রার্থীর উত্তরপত্র নিরীক্ষা করানো যাবে। নিরীক্ষার ফলে প্রার্থীর অর্জিত নম্বরের পরিবর্তন হলে মেধা তালিকায় প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দেওয়া হবে।

১৫. মেধা তালিকা প্রকাশের পর নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে অনলাইনে Choice ফরম পূরণ করতে হবে। পরবর্তীতে Choice এবং ভর্তি পরীক্ষার মেধা ও ভর্তির যোগ্যতা অনুযায়ী কলেজ ও বিভাগ বন্টনের তথ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইটে (http://admission.eis.du.ac.bd) দেখা যাবে। সেই অনুযায়ী HSC এবং SSC এর মূল নম্বরপত্র সংশ্লিষ্ট কলেজ/ইনস্টিটিউট অফিসে জমা দিতে হবে।

১৬. মুক্তিযোদ্ধা সন্তান (নাতি-নাতনীসহ), উপজাতি, হরিজন ও দলিত সম্প্রদায়, প্রতিবন্ধী (দৃষ্টি, বাক ও শ্রবণ) ও খেলোয়াড় (শুধুমাত্র বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিকেএসপি থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা) কোটায় ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। যারা অনলাইনে আবেদন করার সময় কোটায় টিক দিবে এবং ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, কেবল তারাই ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর পুণরায় কোটায় আবেদন করতে পারবে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটার ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদপত্র (মুক্তিযোদ্ধা যদি প্রার্থীর দাদা/নানা হয়, তাহলে প্রার্থীর বাবা/মা এর এসএসসি পাশের সনদপত্র/জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি জমা দিতে হবে) আদিবাসী কোটার ক্ষেত্রে স্ব স্ব আদিবাসীর প্রধান/জেলা প্রশাসন এর সনদপত্র, হরিজন ও দলিত সম্প্রদায় কোটার ক্ষেত্রে হরিজন ও দলিত সম্প্রদায় সংগঠন প্রধানের সনদপত্র, প্রতিবন্ধীদের (দৃষ্টি, বাক ও শ্রবণ) ক্ষেত্রে সঠিকভাবে সনদ এবং খেলোয়াড় কোটার ক্ষেত্রে বিকেএসপি কর্তৃক প্রদত্ত সনদ জমা দিতে হবে। কোটার সপক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরবর্তী নোটিশ অনুযায়ী স্ব স্ব কলেজ/ইস্টিটিউট এর অফিসে জমা দিতে হবে।

বিবিধ

১৭. ভর্তি পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের কোন রিপোর্ট থাকলে প্রার্থীর পরীক্ষা বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৮. ভর্তি প্রক্রিয়ার যে কোন পর্যায় এমন কি ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরও ভর্তির জন্য প্রদত্ত তথ্যাদিতে যদি কোন ভুল ধরা পড়ে অথবা যদি দেখা যায় যে, প্রার্থীর জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা নেই, তাহলে প্রার্থীর ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের অনুমতি, ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল এবং মনোনয়ন বাতিল করা হবে।

১৯. ভর্তি সংক্রান্ত নিয়ম-নীতির যে কোন ধারা ও উপধারা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন, সংযোজন ও পুনঃসংযোজনের অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

অনলাইনে ভর্তির আবেদন	**:**	**০৯/১১/২০১৫ থেকে ২৫/১১/২০১৫ পর্যন্ত**
ব্যাংক টাকা জমা দেওয়ার শেষ সময়	**:**	**২৬ নভেম্বর ২০১৫ বিকাল ২.০০ টা পর্যন্ত**
প্রবেশপত্র সংগ্রহের তারিখ	**:**	**১ ডিসেম্বর ২০১৫ হতে**
		১২ ডিসেম্বর ২০১৫ সকাল ৯.০০ টা পর্যন্ত
পরীক্ষার তারিখ	**:**	**১২ ডিসেম্বর ২০১৫, শনিবার সকাল ১০.০০ টা**
ফল প্রকাশ	**:**	**ভর্তি পরীক্ষার ৩ দিনের মধ্যে**

ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর জন্য যোগাযোগের ঠিকানাঃ

ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফোনঃ ৯৬৬১৯০০ এক্সঃ ৪৩৬৬